R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৪৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
৭ই মে, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

সুতী ১নং ব্লকের আহিরণে আর একটি থানার দাবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতীর বর্তমান কংগ্রেস বিধায়ক মহঃ সোহরাব এক সাক্ষাৎকারে বলেন কানুপুর-বহুতালী রাস্তাটি ১৯৬৪ সাল থেকে মঞ্জুরী পেলেও আজ পর্যন্ত কাজটি শেষ হয়নি। ফলে বহুতালী, হারোয়া, বংশবাটী তিনটি অঞ্চলের প্রায় ৪০ হাজার মানুষ মহকুমা শহর, ব্লক অফিস বা সুতী থানার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। তিনি বিধানসভায় রাস্তাটির কাজ শীঘ্র সম্পাদনের দাবী জানান। এ ছাড়া বিধায়ক হিসাবে তিনি তাঁর বিধানসভা অঞ্চলে সুতী থানাকে ভেঙ্গে আহিরণে (সুতী ১নং ব্লকে) আর একটি থানার (আহিরণ থানা) দাবীও তোলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন এই ব্লক অপরাধপ্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত এবং বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলে একমাত্র অরঙ্গাবাদে অবস্থিত সুতী থানার পক্ষে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না। থানার প্রয়োজনে জায়গা পাওয়ারও কোন অসুবিধা নাই। জঙ্গিপুর ব্যারেজ চত্বরে বেশ কয়েক বিঘা খাস জমি পড়ে আছে। বছর দুয়েক আগে ওখানে একটি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের জন্য জায়গা দেখতে আসেন পুলিশের আইজি এবং ডি আইজি তাঁরা সরজমিন পরিদর্শন করে ট্রেনিং সেন্টারের প্রস্তাব দেন। সে কারণে আর কিছুটা জায়গা থানার জন্য পাওয়া অসম্ভব হবে না বলে মোঃ সোহরাব জানান। মোঃ সোহরাব আরও জানান তিনি বিধানসভায় মহেশাইল স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করার দাবী জানান। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি তৎকালীন (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের পরিচালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাব বেশ কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুযোগ্য পরিচালকদের হাতে ক্লাবটি মহকুমার সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম হয়ে ওঠে। বৃক্ষরোপণ, হাসপাতাল পরিষ্কার, চক্ষু অপারেশন শিবির প্রভৃতি নানা জনহিতকর কাজের মধ্যমণি হয়ে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। কিন্তু বছর খানেক থেকে নতুন পরিচালকদের সম্বন্ধে বেশ বিরূপ সমালোচনা শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। গত পুরনির্বাচনে জনৈক লায়ন সুরেশ মিশ্র প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ নেন। সেই সময় প্রচারের প্রয়োজনে তিনি ১৮ নং ওয়ার্ডে কয়েকটি টিউবওয়েল নিজ খরচে করে দেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়ী হতে পারেন না। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে নলকূপগুলির গায়ে লায়ন্স ক্লাবের ছাপ মেরে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ লায়ন্স ক্লাবের অর্থে টিউবওয়েলগুলো বসানো হয়েছে। এ নিয়ে জনগণের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে। ঐ এলাকার কিছু লোক লিখিত অভিযোগও আমাদের দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে খোঁজ করতে গিয়ে লায়ন্স ক্লাব সম্বন্ধে আরও জানা যায় লায়ন্স ক্লাবের হিসাবপত্র ঠিকমত রাখা হয় না। কোন দিন অডিটও হয়নি। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় কার্যকরী কমিটির অনুমোদন না নিয়ে অনেক কাজই কয়েকজনের খেয়াল খুশিমত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি পার্থসারথী নাথের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি পরিষ্কার উত্তর না দিয়ে এটুকু বলেন—এই সব কারণে এক সময় টাকা তোলা বন্ধ রাখার নির্দেশ তিনি ব্যাঙ্কে দিয়েছিলেন। চক্ষু অপারেশনের পর রোগীদের কালো চশমা দেওয়া হয়। তার দাম ৩০ টাকা হলেও বিলে নাকি ডবল দেখানো হয়েছে। আরো রটেছে অনেক জায়গায় কাগজে কলমে শিবির দেখিয়ে পয়সা খরচ দেখানো হয়েছে, কিন্তু আদপে সেখানে নাকি কোন শিবির (শেষ পৃষ্ঠায়)

রামেন্দ্রসুন্দর ও দাদাঠাকুর মঞ্চের শিলান্যাস করলেন রাজ্যপাল

বিশেষ সংবাদদাতা : কান্দীর জেমো সংলগ্ন বাগডাঙ্গায় গত ২৮ এপ্রিল বিশ্বমানব সেবা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৬ষ্ঠ সারা বাংলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন প: বঙ্গের রাজ্যপাল কে ভি রঘুনাথ রেড্ডি। সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আবদুর রহমান ফিরদৌসী। মন্ত্রী প্রবোধকুমার সিংহ, বিরোধী দলনেতা অতীশচন্দ্র সিংহ বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যপাল রামেন্দ্রসুন্দর ও দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের মঞ্চের শিলান্যাস করেন ও কয়েকজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজসেবীকে রামেন্দ্রসুন্দর ও দাদাঠাকুর স্মৃতিফলক ও উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করেন।

বি এস এফের অত্যাচারে চরে চাষীদের নাভিশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার পিরোজপুর চর থেকে চাষীরা পটল ইত্যাদি নিয়ে বিক্রির জন্য আসার পথে বি এস এফের জোয়ানদের অত্যাচারের কবলে পড়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। মিঠিপুরের জনৈক চাষী অভিযোগ করেন গত ৩ মে তিনি চরের চাষীদের কাছ থেকে ৮৫ কেজি পটোল কিনে সাইকেলে জঙ্গিপুর বাজারে আসছিলেন। পথে বি এস এফের কয়েকজন জোয়ান তাঁর পটোল ও সাইকেল কেড়ে নেয়। এবং জঙ্গিপুর কাষ্টমস্ অফিসে ওগুলো জমা দেয়। পরে কাষ্টমস্ ঐ পটোল ২৯০ টাকায় নিলাম ডাকে বিক্রী করে। কিন্তু অনেক অনুনয় বিনয় করলেও তাঁর সাইকেলটি ফেরৎ দেওয়া (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে বৈশাখ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

॥ হায় পেট্রোপণ্য ! ॥

সংবাদে জানা যায় যে, ভারতের অর্থমন্ত্রী পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িবে বলিয়া ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে প্রায় সব ভোগ্যপণ্যের দরবৃদ্ধি। প্রতি বৎসরই বাজেটের ঘোমটায় জিনিসপত্রের দরবৃদ্ধি স্মিত হাস্যে ভোক্তাদের মন অনুরঞ্জিত করে। এই বৎসর তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। উপরন্তু পেট্রোল-ডিজেলের দাম পুনরায় না বাড়াইলে চলিবে না বলিয়া অর্থমন্ত্রী তাবৎ জনসাধারণের নাভিশ্বাস উঠার যে আশ্বাস দিতেছেন, তাহা জানা গেল।

অর্থমন্ত্রীর মতে তেলের আমদানী বাবদ যে খরচ হয়, তাহার ঘাটতি মিটাইতে পেট্রো-পণ্যের মূল্য বাড়ান অপরিহার্য। অর্থমন্ত্রী দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট সরকারে অর্থদপ্তর হাতে পাইয়া নয়া ঘোষণায় সকলকে পরিস্থিতি অবহিত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, 'অয়েল পুল অ্যাকাউন্ট'-জনিত যে ঘাটতি থাকে, তাহা মিটিতে পারে যদি তেলের আন্তর্জাতিক বাজারদর ব্যারেল প্রতি দশ ডলার কমিয়া যায়। কিন্তু যেহেতু তাহা সম্ভব নয়, সেইজন্য এইরূপ ব্যবস্থা লওয়া প্রয়োজন। সুতরাং জনসাধারণ যাহাতে বাস্তব অবস্থার সহিত পরিচিত হইতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহাদের শিক্ষা ও সচেতনতার প্রয়োজন।

জনসাধারণ সচেতন অবশ্যই থাকেন। কেননা জিনিসপত্রের দরবৃদ্ধিতে তাঁহারা এমন জেরবার হইয়া থাকেন যে, যে কোনও সময় যে কোনও জিনিসের দাম বাড়িয়া যাইতে পারে বলিয়া তাঁহারা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে কীভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, সে বিষয়ে অর্থমন্ত্রী কোনও আভাস দেন নাই।

ভারতকে পেট্রোল-ডিজেল বিদেশ হইতে অর্থাৎ তেল উৎপাদনকারী দেশ হইতে কিনিতে হয়। তেল আমদানী খাতে যে বিপুল ঘাটতি হয়, তাহা ভরতুকি দিয়া পূরণ করা সম্ভব নয় বলিয়া তিনি মনে করেন। এইজন্য তেল বিক্রয় করিয়া আমদানীর খরচের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন। সুতরাং কীভাবে এই সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে, তাহা পেট্রোলিয়াম-মন্ত্রক ভাবিতেছেন। আর এই সুবাদে পেট্রো-পণ্যের দাম বাড়িবার সম্ভাবনা।

অর্থমন্ত্রীর ইঙ্গিতের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যাইতেছে যে, যেহেতু পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িবে, তাই জিনিসপত্রের পরিবহন খরচ বাড়িবে ; যাত্রীভাড়া (রেল, বাস ইত্যাদির) বাড়িবে ; পেট্রোলিয়ামজাত শিল্প-দ্রব্যের দাম বাড়িবে। মোট কথা, বর্তমান যুগ পেট্রোল-ডিজেলকেন্দ্রীক বলিয়া প্রায় সব জিনিসই বর্দ্ধিত দরের তিলক পরিয়া ভোক্তাদের অভিবাদন জানাইবে। জনসাধারণের পক্ষে এহেন অভ্যর্থনা লাভ না করিয়া উপায় নাই। না কি তাঁহারা বলিবেন, 'ফিরে দাও সে অরণ্য, লও এ নগর !'

শ্যামলী সংঘ ও আমরা

সুভাষ সেনগুপ্ত

সূর্য্যের আলো তখনও পৃথিবীকে স্পর্শ করেনি। বেড়াতে বেড়াতে হরিদাসনগরে গিয়ে দেখলাম, রাস্তার ধারে একটা সাইন বোর্ড। লেখা আছে 'শ্যামলী সংঘ'। পেছনেই একটা লম্বা টানা সুরকির রাস্তা। রাস্তার দুধারে কাঁটা তারের বেড়া। বেড়ার গায়ে ছোট বড় ভাল মন্দ নানান জাতের গাছ, আর বাঁশের ঝাড়। এই ছায়া শীতল রাস্তা পেরিয়ে স্বর্গত ডাঃ হরিদাস নাথের ফুলের বাগান। নানা জাতের নানা রকমের ফুল ফুটে আছে। রূপ আছে কিন্তু গন্ধ নাই। এরই এক পাশে পুকুরের ধারে 'শ্যামলী সংঘ' ক্লাব। পেছনেই ইউক্যালিপ-টাস গাছের সারি। থামের মত দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে মাথা ঠেকাবার স্বপ্ন দেখে। ভেসে আসা চাঁপা ফুলের গন্ধে বাতাসটা ভারী হয়ে আছে। অতি মনোরম স্থানে সদ্য নবজাতক শিশু। কৌতুল জাগল কে বা কারা এই ক্লাবের উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতা। আমার মনে হয় সময়টা ১৯৪৮ বা ১৯৪৯ সাল হবে।

খোঁজ করে জানলাম, আমার বন্ধু হিমাংশুদা, দেবেন সরকার, ভোলা গুহ, দেবীরতন নাথ। এদেরই প্রচেষ্টায় ক্লাবের সূচনা। দেবেন সরকার যেমন ছিল সুঠাম দেহের অধিকারী তেমনি ছিল তার সাংগঠনিক শক্তি। ভোলা গুহ ছিলেন শান্ত নম্র এবং মিষ্টভাষী। কিন্তু তিনি লাঠিখেলা, ছোড়া খেলা আর যুযুৎসুতে মাষ্টার। হিমাংশুদা কর্মঠ দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন এবং স্পষ্টভাষী। ওই তিনজনের সমন্বয়ে ক্লাবটা অল্পদিনের মধ্যেই হয়ে উঠেছিল প্রাণ চঞ্চল। হয়তো সদস্য সংখ্যা অল্প বলেই, তিনজনের প্রচেষ্টায় প্রতিটি সদস্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছিল। দেবেনদা প্যারালালবার, হোরাইজেনটাল বারের এমন সুন্দর খেলা দেখাতেন, যা সাধারণতঃ সারকাস পার্টি ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। শ্যামলী সংঘ সুন্দরভাবে গড়ে উঠলো যে সময়, ঠিক তখনই ক্লাবের জায়গা বিক্রি হয়ে গেল। শ্যামলী সংঘেরও অকাল মৃত্যু হলো। কদিন পর দেবেনদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা কি শুনছি; এখন কি করবেন ? দেবেনদা হাসতে হাসতে বলে-ছিলেন—আমাদের কর্মভূমি হয়ে গেল মরুভূমি 'আমরা এখন করবো কুজন শূন্য মাঠে একলা বসি।' বিশ্বপতি চ্যাটার্জী আমাদের ক্লাবের সদস্য ছিল না। তবুও বিশ্বপতি আর দেবেন সরকারের পরিচালনায় সার্বজনীন দুর্গাপূজা প্যাণ্ডেলে 'সিন্ধুগৌরব', 'লালপাঞ্জা' অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলাম আমরা। সেকালে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ছিল না। আমরা সাইকেল ডাইনেমো দিয়ে ষ্টেজে ফোকাসিং ব্যবস্থা করেছিলাম সর্বপ্রথম। নাট্যপ্রেমিক প্রয়াত পশুপতি চ্যাটার্জী এবং সেকালের মহকুমা শাসক হৃদয়রঞ্জন বোস আমাদের বুদ্ধির খুব তারিফ করেন। আমরা অন্য ক্লাবের সদস্য হলেও আমাদের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। আমরা মিলিতভাবে সাবডিভিসন স্পোর্টসে নাম দিতাম এবং আমরাই দলগতভাবে বিজয়ীও হতাম। পরমেশ পাণ্ডে প্রতিটি ক্ষেত্রে রাণে প্রথম হয়ে এসেছে। রিলেরেশে প্রতিবার আমরাই দলগতভাবে বিজয়ী হয়েছি। আজকাল অলিতে গলিতে নানা ক্লাব। কিন্তু অধিকাংশ ক্লাবেই (শেষ পৃষ্ঠায়)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শব্দ ও পরিবেশ দূষণ প্রসঙ্গে

মহাশয়,

যখন চারিদিকে পরিবেশ দূষণ ও শব্দ দূষণের প্রতিকারে আদালত পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন, তখন আমাদের এই অঞ্চলে রঘুনাথগঞ্জ শহরে একশ্রেণীর মানুষ পরিবেশ দূষণে ও শব্দ দূষণে মেতে উঠেছে। বিশেষ করে উমরপুর জাতীয় সড়ক থেকে রঘুনাথগঞ্জ ডোমপাড়া গাড়ীঘাট পর্যন্ত লরী, বাস, ট্রেকার, অটো প্রভৃতি সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন যানবাহনের ধোঁয়া ও হর্ণ অনিয়ন্ত্রিত-ভাবে ব্যবহার করে পরিবেশকে দূষিত করছেন। হাসপাতালের সামনেও উগ্রভাবে হর্ণ ব্যবহার করছেন। শুধু তাই নয় এমন-ভাবে তীব্র বেগে গাড়ী চালাচ্ছেন যে পথ-চারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। দেখে শুনে মনে হচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ শহরে কোন প্রশাসনই নাই। আমার অনুরোধ মহকুমা শাসক নিজে এ বিষয়ে তৎপর হয়ে এই অবস্থা দূরীকরণে সজাগ হোন।

অচিন্ত্যকুমার সরকার
বাণীপুর, পোঃ ঘোড়শালা
(মুর্শিদাবাদ)

স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবনাবসান

রঘু-াথগঞ্জ : গত ৬ মে সকালে স্থানীয় হাসপাতালে শহরের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শচীন সেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি স্ত্রী ও দুই পুত্র রেখে গেছেন। কৈশোরে ছাত্রাবস্থায় ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ১১ আগষ্ট জঙ্গিপুর কোর্ট অবরোধের প্রাক্কালে কুখ্যাত পুলিশ অফিসার পোলার্ডের অধীনে পুলিশ বাহিনী অন্যান্যদের সাথে তাঁকেও গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করে। ১৯৪৪ এ তিনি কারামুক্ত হন। পরবর্তীকালে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী (আর এস পি) দলে যোগ দেন। আমৃত্যু এই দলের সমর্থক ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে স্বীকৃতি স্বরূপ তাম্রপত্রও পান। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা উপস্থিত হয়ে তাঁর মরদেহে পুষ্প-স্তবক ও মাল্যদান করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। স্থানীয় শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থার কার্যকরী কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৭ এপ্রিল মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় বিমল কালচারাল্ হল বহরমপুরে। জেলা শাসক মুর্শিদাবাদকে সভাপতি করে ১৯ জনের এক কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন কার্ত্তিক সাহানা ও কোষাধ্যক্ষ আশিষ ঘোষ।

মনিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চে চুরি

সাগরদীঘি : এই থানার মনিগ্রামের ক্যাথোলিক চার্চে গত ৪ মে রাতে এক দুঃসাহসিক চুরি হয়। খবর, রাত প্রায় ১টা নাগাদ একদল দুর্বৃত্ত চার্চের প্রধান ফটক ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে একটা টেপরেকর্ডার, ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিফর্মের কয়েকটি থান, কিছু তৈরী পোষাক ও নগদ কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। তদন্ত চলছে। এখনও কেউ ধরা পড়েনি।

অমূল্য চক্রবর্ত্তী প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী গত ২৯ এপ্রিল রাতে জঙ্গিপুর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। সুদীর্ঘ ২৬ বছর তিনি স্কুলের সম্পাদক, এছাড়া মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট কোঃ অপঃ ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবরে বাড়ালাসহ আশপাশ গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে।

মোকাম জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ৫৬/৯৭ অন্য প্রকার

বাদী : আবদুল কবীর মুনশী

বঃ বিবাদী : আবদুল গাফফার সেখ দিং

দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের হুকুম---১ নিয়ম—৮ মতে বিজ্ঞপ্তি

বাদীপক্ষ আল-আমিন-শিশু-শিক্ষা নিকেতন (১) জঙ্গিপুর, গফুরপুর বরজ), শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানের বিষয় লইয়া উপরোক্ত নং মোকর্দমা দায়ের করিয়াছেন উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের এক মাস মধ্যে উল্লেখিত মোকর্দমায় বাদী বা বিবাদী শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া নিজ বক্তব্য আইনানু মোদিতভাবে পেশ করিতে পারিবেন।

আনুমাত্যানুসারে

সেরেস্তাদার জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত

টেণ্ডার নোটিশ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন হাসপাতালের জন্য ১২ (বারোটি) ডিজেল চালিত এ্যামবুলেন্স ভাড়ার ভিত্তিতে নেওয়া হবে। এই মর্ম্মে কারিগরী ও আর্থিক সঙ্গতি-সম্পন্ন অভিজ্ঞ সংস্থা/কো-অপারেটিভ-এর নিকট থেকে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

১) *কাজের নাম :*
জেলা ও মহকুমা স্তরের হাসপাতালগুলির জন্য ৫টি এবং গ্রামীণ হাসপাতালগুলির জন্য ৭টি দৈনিক ভাড়ার ভিত্তিতে এ্যামবুলেন্স সরবরাহ।

২) *কাজের সময়সীমা :*
আনুমানিক পাঁচ বছর।

৩) *যার নিকট দরখাস্ত দাখিল করতে হবে :*
চীফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, হেল্থ সিষ্টেম ডেভেলপমেণ্ট প্রজেক্ট-২, মুর্শিদাবাদ। এবং
জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ

৪) *টেণ্ডার দাখিল করার সময়সীমা :*
৫/৫/৯৭ তারিখ থেকে প্রত্যহ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্য্যন্ত (সরকারী ছুটির দিন ব্যতিরেকে।)

৫) *দাখিল করার শেষ তারিখ :*
১৯/৫/৯৭ বেলা ৩টা অবধি।

৬) *টেণ্ডার খোলার তারিখ ও সময় :*
১৯/৫/৯৭ তারিখ বেলা ৩-৩০ মিনিট।

৭) *গাড়ির দৈনিক ভাড়া :*
আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত শর্তসমূহের ভিত্তিতে দৈনিক ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।

: ক) গাড়ির জ্বালানী (ডিজেল) প্রোজেক্টরের তরফ থেকে মাসিক ভিত্তিতে সরবরাহ করা হবে। বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের জন্য প্রত্যহ যে জ্বালানীর প্রয়োজন হবে তা মালিককে বহন করতে হবে সারা মাসে যত কিলোমিটার গাড়ি চলবে তা লগ বুক দেখে মাসের শেষে জ্বালানী খরচ নগদ অর্থে দেওয়া হবে। সুতরাং লিটার প্রতি কত কিলোমিটার গাড়ি চলবে তার উল্লেখ কোটেশনে থাকতে হবে।

: খ) টেণ্ডার গৃহীত হলে আবেদনকারীকে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে।

: গ) গাড়ি মেরামতের সমস্ত দায়-দায়িত্ব আবেদনকারীকে বহন করতে হবে।

: ঘ) কোন কারণে হাসপাতাল পরিষেবার কাজে বিঘ্ন ঘটানো চলবে না। ২৪ ঘণ্টা গাড়ি চালাতে হবে। প্রয়োজনবোধে বদলী ড্রাইভার দিতে হবে।

: ঙ) চীফ প্রজেক্ট ম্যানেজারের কোন কারণ না দর্শিয়া যে কোন চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে।

Memo No. DHC/P/MSD/109 (6) Date-28/4/97

চরে চাষীদের নাভিশ্বাস (১ম পৃষ্ঠার পর)

হয় না। এমনকি সাইকেলের কোন রসিদও দেওয়া হয় না। অন্যদিকে ভারতীয় এলাকায় নদীতে জেলেদের মাছও বিএসএফ কেড়ে নিচ্ছে ও নৌকা আটক রাখছে। এই নিয়ে মাঝে মধ্যে চাষী বা জেলেদের সঙ্গে জোয়ানদের বচসা ও অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে। চাষীদের ও জেলেদের অভিযোগ বিএস এফের এই অহেতুক অত্যাচার-মূলক আচরণে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে। অঞ্চল প্রধানদের কাছে জানা যায় তাঁরাও এ নিয়ে চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছেন না।

নানা অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়নি। তাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ শহরের শিক্ষিত কিছু মুসলিম লায়ন্স ক্লাবের সভ্য হতে চাইলেও তাঁদের সভ্য করা হয়নি। এ অভিযোগ তুললে সভাপতি শ্রী নাথ অভিযোগ সত্য বলে জানান। এ সব দেখে বোঝা যাচ্ছে—তিন/চারজন সদস্য সেবামূলক সংস্থাটিকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি করে নিয়ে যা খুশি তাই করছেন। এমনকি 'ব্লাড ডোনেশন কার্ড'ও জরুরী প্রয়োজনে অনেক সময় রোগী বা রোগীর আত্মীয়রা লায়ন্স ক্লাবের কাছ থেকে পান না। জানা যায় জনৈক বিতর্কিত সদস্য ঐ সব কার্ড কুক্ষিগত করে রেখে জনসমক্ষে নিজের ক্ষমতা জাহির করেন। সেবার নামে এই ভণ্ডামির কি প্রয়োজন জনসাধারণ জানতে চান। ক্লাবের সুনাম ও প্রকৃত সেবার প্রয়োজনে এ ব্যাপারে সর্বাঙ্গীণ তদন্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

শ্যামলী সংঘ ও আমরা (২য় পৃষ্ঠার পর)

কেরাম খেলা, তাস খেলা ছাড়া অন্য কোন স্পোর্টসের প্রবণতা দেখা যায় না। বরং তার চেয়ে সাইকেলে দল বেঁধে শহর পরিক্রমা করতে যুবকদের বেশী উৎসাহ চোখে পড়ে।

আর একটি থানার দাবী (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভারপ্রাপ্ত ডাঃ অমল সরদারের হত্যার পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন অবহেলার ফলে হাসপাতালের আসবাবপত্র এমনকি দুয়োর জানালাও চুরি হয়ে গিয়েছে। বিশাল এই অঞ্চলের মানুষ হাসপাতালটি বন্ধ থাকার কারণে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং সত্বর এ সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা নিতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে দাবী জানান।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

পছন্দসই টেকসই

সব বয়সেই মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

সনাতন দাস, সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া, ম্যানেজার | সনাতন কালিদহ, সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু. টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারাণ্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেণ্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেণ্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হারনিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।